R N No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সবার সেরা
কালি, গাম, প্যাড ইঙ্ক
প্যারাগন কালি
প্যারাফিক্স, প্যাড ইঙ্ক
শ্যামনগর
২৪-পরগণা

৭০শ বর্ষ
৩৬শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ১৭ই মাঘ বুধবার, ১৩৯০ সাল
১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪ সাল

নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা
বার্ষিক ১২৲, ষান্মাসিক ১৭৲

যাত্রী বোঝাই বাস থামিয়ে দু'দিনে ৪ লাখ টাকা লুঠ, এক মহিলার মৃত্যু, শতাধিক আহত, গ্রেপ্তার ৪

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ শনিবার রাত্রে এবং রবিবার ভোরে পরপর দুটি যাত্রী বোঝাই বাস লুঠের ঘটনায় প্রায় ৪ লাখ টাকা ও বহু সামগ্রী লুণ্ঠিত হয়েছে। নিহত হয়েছেন প্রকাশ সুদ নামে এক মহিলা। এক অধ্যাপক সমেত আহত হয়েছেন প্রায় শতাধিক যাত্রী। দুটি ঘটনাতেই ডাকাতদলেরা সশস্ত্র অবস্থায় এই লুঠপাঠ চালায়। এই দুটি লুণ্ঠনের ঘটনার একটি ঘটেছে রঘুনাথগঞ্জ থানার সন্ন্যাসীডাঙ্গায়। অন্যটি লালগোলা থানার পণ্ডিতপুরের কাছে। দুটি লুঠপাঠের ঘটনায় হতাহত এবং ক্ষতিগ্রস্তদের প্রায় সকলেই রঘুনাথগঞ্জ এবং জঙ্গিপুর শহরের বাসিন্দা। এদের মধ্যে জনা দশেক মহিলাও রয়েছেন। লুণ্ঠনের প্রথম ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার রাত্রি ১০টা নাগাদ রঘুনাথগঞ্জ থানার সন্ন্যাসীডাঙ্গার কাছে। 'গণপতি' নামে যাত্রী বোঝাই বাসটি যখন মুরারই থেকে রঘুনাথগঞ্জ আসছিল ঠিক তখনই সন্ন্যাসীডাঙ্গা বাস ষ্টপেজে এই লুঠপাঠ চলে। জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী লুণ্ঠিত ও আহত এক বাসযাত্রী আমাদের জানান, ষ্টপেজে বাসটি থামতেই একজন ডাকাত ড্রাইভারের কাছে হাঁসুয়া ধরে এবং সবকিছু ছিনিয়ে নেয়। কয়েকজন

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

প্রতিশ্রুতির নজীর 'সেই রাত্রেই ডাকাতি'

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জে এ্যাডিঃ এস পি আইনশৃংখলা রক্ষার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বহরমপুরে ফিরে যেতে না যেতেই সোমবার রাত্রেই রঘুনাথগঞ্জ থানার দফরপুর গ্রামের এক বাড়ীতে একদল সশস্ত্র ডাকাত হানা দিয়ে প্রায় ৩ হাজার টাকার সামগ্রী লুঠ করে নিয়ে পালিয়ে গেছে। জনা দশেকের সশস্ত্র ডাকাতেরা বোমা ফাটিয়ে গৃহস্বামীকে

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পুলিশী নিষ্ক্রিয়তায় শহর জুড়ে বিক্ষোভ, হরতাল, থানা ঘেরাও

রাজনৈতিক সংবাদদাতা ঃ পর পর দু'দিন বাস লুঠ এবং এক মহিলার মৃত্যুর প্রতিবাদে পুলিশী নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগে সোমবার সারাদিন ধরে রঘুনাথগঞ্জ শহর ব্যাপক বিক্ষোভে তোলপাড় হয়ে ওঠে। স্বতঃস্ফূর্ত হরতালের ফলে মহকুমা শহরটি কার্যতঃ এদিন অচল হয়ে পড়ে। স্কুল, কলেজ ছেড়ে বেরিয়ে আসেন ছাত্র ও শিক্ষকেরা। বাস চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। বহরমপুর থেকে এস পি দুলাল বিশ্বাসের নির্দ্দেশ মত এ্যাডিশনাল এস পি বিকেল নাগাদ শহরে ছুটে এসে 'রাত্রির বাসে পুলিশী প্রহরা এবং বাসলুঠে জড়িতদের গ্রেপ্তার ও ঘটনার পূর্ণাংগ তদন্তের' আশ্বাস দিলে সন্ধ্যে নাগাদ অবস্থা শান্ত হয়। পরিস্থিতি যে দিকে মোড় নিচ্ছিল তাতে এ্যাডিশনাল এস পি রঘুনাথগঞ্জে না এলে পরিস্থিতি গুরুতর আকার ধারণ করতে পারত। সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার শহর জুড়ে বিক্ষোভ ও উত্তেজনার এত সব খবর এস ডি ও পি এস কাথিরেশন বা স্থানীয় পুলিশ অফিসারেরা দুপুর পর্যন্ত বহরমপুরে ডি এম বা এস পিকে যথাযথভাবে জানাননি। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে এস ডি ও অবশ্য তাঁর সেদিনের বহরমপুর যাত্রার কর্মসূচী শেষ পর্যন্ত বাতিল করে রঘুনাথগঞ্জে থেকে যান। এদিন ঘটনার শুরু সকাল ৮টা নাগাদ যখন লালগোলার পণ্ডিতপুরে বাস লুঠের খবর ও নিহত মহিলাটির মৃতদেহ রঘুনাথগঞ্জে তাঁর বাড়ীতে এসে পৌঁছায়। সেখানে জনতার ভিড় বাড়তে থাকে। বেড়ে ওঠে উত্তেজনাও। শহরের ক্লাবগুলো থেকে ছেলেরা ছুটে আসেন। আসেন শহরের আইনজীবীরাও। তারা পুলিশী নিষ্ক্রিয়তায়

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পিওনের হাতে কেরাণী প্রহৃত

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ২০ জানুয়ারী সাগরদীঘি ব্লক যুব করণ দপ্তরে এক তুলকালাম কাণ্ড ঘটে গেছে। এ্যাটেনডেন্স রেজিষ্টারের স্বাক্ষর লালকালি দিয়ে কেটে দেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে অফিসের পিওন করণিকের গলা টিপে মেরে ফেলার চেষ্টা করেন। উভয়ের মধ্যে প্রচণ্ড ধস্তাধস্তি ও মারপিটের পর করণিকটি কোনোক্রমে

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

চক্ষু অপারেশন শিবির

গত ২৮ জানুয়ারী ভারতীয় রেডক্রশ জঙ্গিপুর শাখার পরিচালনায় নবভারত স্পোর্টিং ক্লাবের তত্ত্বাবধানে বিনা খরচে চক্ষু অপারেশন শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরের উদ্বোধন করেন মুর্শিদাবাদের স্বাস্থ্য আধিকারিক। ৫৫ জন রোগীর চক্ষু অপারেশনে নিযুক্ত ছিলেন বিশিষ্ট চক্ষু চিকিৎসক ডাঃ পিনাকীরঞ্জন রায়। সঙ্গে সহযোগিতা করেন জঙ্গিপুর হাসপাতালের চক্ষু চিকিৎসক ডাঃ এস, এন, ভকত ও ডাঃ এস, কে, পাল।

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

রাত্রের বাসে পুলিশের পাহারা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুর থেকে রাত্রে এবং ভোরে যে সমস্ত বাস যাতায়াত করে তাতে রাইফেলধারী পুলিশ পাহারা বসানো হয়েছে। সেই সঙ্গে বিপদজনক সড়কগুলিতে বিশেষ 'জীপস্কট' পাঠানোরও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এ্যাডিশনাল এস পি'র নির্দ্দেশেই এই ব্যবস্থা। ক্রমান্বয়ে অন্যান্য রুটগুলিতেও এই পাহারা সম্প্রসারিত

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

লক্ষ নয়, পুরস্কার ২০ হাজার টাকার

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ফরাক্কার কাছে তিলডাঙ্গা গ্রামীণ ডাকঘরের একটি পোষ্টাল সেভিংস একাউন্টের নামে লটারীতে লক্ষ টাকা পুরস্কার উঠেছে বলে রঘুনাথগঞ্জ প্রধান ডাকঘরের কাছে যে খবরটি এসেছে সেটি ঠিক নয়। স্থানীয় ডাকঘর কর্তৃপক্ষ খবরটি পান কলকাতা থেকে টেলিফোনে। আমাদের সংবাদদাতা জানিয়েছেন, লক্ষ টাকা নয়, রঘুনাথগঞ্জ ডাকঘরে

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৭ই মাঘ বুধবার, ১৩৯০ সাল

অপ্রতিরোধ্য ?

গত ২৮ ও ২৯ জানুয়ারী (ইংরাজী মতে ৩০ জানুয়ারী) যথাক্রমে শনিবার রাত্রি ১০টা ও রবিবার ভোরে যে দুইটি বাস ছিনতাই ও মারধোর-অথম সংঘটিত হইয়া গেল, তাহা নিঃসন্দেহে মর্মান্তিক এবং জনগণের আজ কোন অবস্থাতেই যে নিরাপত্তা নাই তাহারই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। তদুপরি পুলিশী প্রশাসন এমন শ্লথগতি ও নিষ্ক্রিয় যে, জনমনে ইহাতে ক্ষোভের সঞ্চার হওয়া আদৌ অস্বাভাবিক নয়।

২৮ জানুয়ারী রাত্রি প্রায় দশটায় মুরারই হইতে রঘুনাথগঞ্জগামী 'গণপতি বাস সন্ন্যাসীডাঙ্গা নামক স্থানে ছিনতাই হয়। দুর্বৃত্তেরা বাস থামাইয়া নির্বিচারে ও নির্দ্বিধায় লুটপাট করে। টাকা-পয়সা ছাড়াও তাহারা যাত্রীদের চাদর, সোয়েটার প্রভৃতি কাড়িয়া লয়। তাহাদের কাছে মারাত্মক অস্ত্র থাকায় প্রতিরোধের কোন উপায় ছিল না। লুটের মাল লইয়া দুর্বৃত্তদের অন্ধকারে গা ঢাকা দিতে কোন অসুবিধা হয় নাই। রঘুনাথগঞ্জ থানা হইতে অফিসার বা ফোর্স অকুস্থলে যান নাই যদিচ এস ডি পি ও খবর পাওয়ামাত্র গিয়াছিলেন। কোন দুষ্কৃতকারী এ পর্যন্ত ধরা পড়ে নাই।

২৯শে জানুয়ারী শেষ রাত্রি ৫টার সময় জঙ্গিপুর শহর হইতে লালগোলাগামী বাসটি পণ্ডিতপুরের নিকট ছিনতাই এর পাল্লায় পড়ে। ডাকাতেরা বোমা ফাটাইয়া বাস থামায় এবং যাত্রীঠাসা বাসে হামলা চালাইয়া টাকা পয়সা প্রভৃতি কাড়িতে শুরু করে। এই সুবাদে তাহারা যাত্রীদের আক্রমণ করিয়া আহত করে। একজন মহিলা তাঁহার পুত্রকে আক্রান্ত দেখিয়া আতঙ্কে প্রাণ হারান। নির্বিচারে লুণ্ঠন সমাপ্ত হইলে দুর্বৃত্তেরা নিরাপদে পলায়ন করিতে সক্ষম হয়। এ ক্ষেত্রেও লালগোলা থানা হইতে ঘটনাস্থলে পুলিশ আসিতে অযথা বিলম্ব করে।

উভয় ক্ষেত্রে ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে নির্বাধ লুণ্ঠন ও অথম মৃত্যুর জন্য সোমবার রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুর শহরে বন্ধ পালিত হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, ক্লাব ও প্রতিষ্ঠান একযোগে ইহাতে সাড়া দেন। মৃতদেহ লইয়া মিছিল বাহির হয়। জেলা এ্যাডিশনাল এস পি রাত্রির বাসে পুলিশ দেওয়া হইবে প্রতিশ্রুতি দেন।

কিন্তু এহ বাহ্য। ওই চলতি সপ্তাহেই দফরপুর গ্রামে ডাকাতি হইয়াছে। পুলিশী প্রশাসন এখন যে পর্যায়ে আসিয়াছে, তাহাতে মানুষের শান্তি-স্বস্তি বলিতে কিছু নাই বলিয়া মনে হওয়াই স্বাভাবিক। আমাদের পত্রিকায় ইতিপূর্বে খবরে প্রকাশ যে, রঘুনাথগঞ্জ থানায় ক্রাইম সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে বলিয়া পুলিশকে নাকি জেলা পুলিশ সুপার পুরস্কৃত করিয়াছেন। আবার এই পত্রিকায় আগে ইহাও প্রকাশিত হইয়াছে যে, সংঘটিত ক্রাইম সম্বন্ধে এস ডি পি ও-কে কিছু জানান হয় না। অথচ তিনি জনগণের শান্তি-নিরাপত্তা আনিতে একান্ত আগ্রহী। ফলতঃ ক্রাইম একের পর এক হউক, থানা নিষ্ক্রিয় থাকুক, এস ডি পি ও সাহেব ক্ষুব্ধ হউন এবং মানুষের জীবন বিড়ম্বিত, বিপর্যস্ত ও বিপন্ন হউক—এ হেন সুখস্বর্গ আর কি কোথাও আছে ? বন্ধ বা মিছিল কী করিবে ?

কংগ্রেস কর্মী সম্মেলন

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২৯-১-৮৪ রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের জামুয়ার অঞ্চল কংগ্রেস কর্মী সম্মেলন মণ্ডলপুর গ্রামে সারাদিন-ব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে জেলা ক গ্রেসের সাধারণ সম্পাদকত্রয় হাবিবুর রহমান এম এল এ, কাঞ্চনলাল মুখার্জী, আলী হোসেন মণ্ডল, মোঃ সোহরাব, জেলা কংগ্রেস সদস্য চিদানন্দ হালদার, রবীন্দ্র পণ্ডিত প্রমুখ উপস্থিত থেকে বর্তমান রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক বিষয়ে আলোচনা করেন। সভাপতিত্ব করেন ব্লক কংগ্রেস সভাপতি প্রভাত মুখার্জী। সম্মেলনে প্রায় ৩০০ জন কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

সেই রাত্রেই ডাকাতি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মারধোরও করেছে। এক্ষেত্রেও অভিযোগ, সময় মত থানায় খবর দেওয়া সত্ত্বেও গাড়ি ও ফোর্স না থাকার কারণ দেখিয়ে ঘটনাস্থলে যেতে পুলিশ বিলম্ব করেছে। ওইদিন রাত্রেই কয়েকজন ব্যক্তি শহরের টেলিফোন এক্সচেঞ্জে গিয়ে চড়াও হওয়ার চেষ্টা করে। নিজেদেরকে থানার পুলিশ বলে পরিচয় দিয়ে তারা এক্সচেঞ্জের দরজা খুলতে বললে ডিউটিরত অপারেটর থানায় ফোন করে জানতে পারেন এদের ভুয়া পরিচয়ের কথা। থানা থেকে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠালে আগন্তুকরা পালিয়ে যায়।

আমরা নিরাপত্তা চাই

বিমান হাজরা

সোমবার সূর্য্য ওঠার প্রাক্ মুহূর্তে পণ্ডিতপুরের কাছে ভাগীরথী এক্সপ্রেস ধরানোর জন্য জঙ্গিপুর থেকে রওনা হওয়া বাসটি লুঠ হয়েছে আমারই এক অধ্যাপক আহত হয়েছেন। আতংকে মারা গেছেন আমার এক বন্ধুর মা। এলাকাটি লালগোলা থানার। কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত সকলেই রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরের তাই ক্ষোভটা এখানেই প্রকটিত বেশী মাত্রায়। বিক্ষোভ ফেটে পড়েছে স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশের উপর। পালিত হয়েছে স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল। এই হরতাল শহরবাসীদের নিরাপত্তার স্বার্থে। কিছু ক্রিমিনালের হাতে আমাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত। আমরা কেও কেও আক্রান্ত। এ নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব পুলিশের। সে দায়িত্ব তারা কিভাবে পালন করবেন সেটা তাদের ব্যাপার। গাড়ি নেই, ফোর্স নেই এটা কোনো অজুহাত হতে পারে না। আমরা তো বার বার বলেছি থানাগুলিতে ফোর্সের অভাবের কথা। তবু বছরের পর বছর এ অবস্থা চলবে কেন ? সন্ন্যাসীডাঙ্গায় ২৮ জানুয়ারী রাত্রি ১০টা নাগাদ একইভাবে বাস লুঠ হয়েছে। এ পর্যন্ত একজনও ধরা পড়েনি। স্বভাবতই পুলিশী নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ উঠবে। শুনেছি কিছু দুর্দ্ধর্ষ ক্রিমিনাল অতি সহজেই আদালত থেকে জামিন পেয়ে যাচ্ছে। ফলে ক্রাইম বাড়ছে। রাজনৈতিক নেতা, আইনজীবী, আদালত এবং পুলিশ সকলকেই এ নিয়ে ভাবতে হবে। কঠোর হতে হবে। অলিখিত দাওয়াই প্রয়োগ করতে হবে। অর্থাৎ যে ভাবেই হোক বাসলুঠ, ছিনতাই বন্ধ করতে হবে। তা না হলে তাদের ঘরেও একদিন আগুন লাগবে। সে আগুনে পুড়ে মরবেন তাদের মা-ভাই-বোনেরাও। জানি বদলী করে এর সমাধান হবে না। কিন্তু কিছুতো একটা করতে হবে। আর তা না হলে মানুষ ক্ষুব্ধ হবেই। জনরোষ চরম সীমায় পৌঁছুবে। আর পুলিশ না পারলে তাও মানুষকে বলে দিন, 'আমরা পারছি না, আমরা ব্যর্থ'। থানার পুলিশ অফিসারদের বলব, গ্রামে গ্রামে রক্ষীবাহিনী গড়ে তুলতে মদত দিন। তাদের হাতে টর্চ, সামান্য অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি তুলে দিন। তাদের মনে সাহস জোগান। ক্রাইম বন্ধে রক্ষীবাহিনীকে প্রয়োজনমত পুরস্কৃত করুন। আমার মতে, কিছুটা সুফল হয়ত ফলতে পারে।

শ্রীবরুণ রায়

১৯৬৭ সালে একবার খাদ্য আন্দোলনে জঙ্গিপুরের উত্তাল চেহারা দেখেছিলাম। হাজারে হাজারে বিক্ষুব্ধ মানুষ সেদিন সরকারী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে গ্রেপ্তার বরণ করতে এগিয়ে গিয়েছিল। আজ আবার সতেরো বছর পরে জঙ্গিপুরের মানুষ অসহায়তা বেদনা ও বিক্ষোভে তেমনি তীব্র রোষে উঠে দাঁড়িয়েছিল। এবার আশু কারণ রাহাজানি, অকারণ প্রাণ-হানি, ছুরিকাঘাত, অর্থ লুটপাট, নিরাপত্তার অভাব ও পুলিশী অকর্মণ্যতা।

চারিদিকে ডাকাতি, খুন, ছিনতাই ব্যাপক হারে বেড়ে চলেছে। রাত্রের ট্রেন ও বাসে যাতায়াত মোটেই নিরাপদ নয়। জনসাধারণের নিরাপত্তা বলতে আর কিছু নাই। অথচ প্রশাসনিক ও পুলিশী ঠাটবাট ঠিক বজায় আছে। পরপর কয়েকটি ছিনতাই, ডাকাতি ও বাস লুটপাটের ঘটনা ঘটে গেল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপরাধীরা ধরা পড়েনি বা তাদের ধরার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করা হয়নি। সেদিন লালগোলাগামী বাসের উপর আক্রমণে জনরোষে ঘৃতাহুতি পড়েছিল।

পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়াই মুহূর্তের মধ্যে জঙ্গিপুর রঘুনাথগঞ্জের দোকানপসার হাটবাজার কোর্ট-কাছারি, ব্যাঙ্ক, যানবাহন সবকিছু বন্ধ হয়ে গেল। হাজারে হাজারে বিক্ষুব্ধ মানুষ সদরঘাটে জনসভা করে দলে দলে এগিয়ে গিয়ে থানা ঘেরাও করল। বহরমপুর থেকে পুলিশ কর্তাদের ছুটে আসতে হ'ল।

সেদিনের বিক্ষোভে কয়েকটি জিনিস লক্ষ্য করার মত ছিল। প্রথমতঃ সেদিনের বিক্ষোভ ছিল জনসাধারণের। কোন দল নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য এগিয়ে আসেনি। নেতৃত্ব ছিল জনসাধারণের হাতে। বরঞ্চ জনসাধারণের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ভয়ে অনেক স্থানীয় দলনেতাই অনিচ্ছায় এই বিক্ষোভে সামিল হয়েছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ পুলিশ প্রশাসন সম্পর্কে জনসাধারণের তীব্র অসন্তোষ ও ঘৃণা। চারিদিকে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, ছিনতাই ব্যাপকভাবে বেড়ে চলেছে। পুলিশ বিভাগ আশেপাশের চিহ্নিত ক্রিমিন্যালদের চেনে না এমন নয়। অথচ রহস্যজনক কারণে এই সব সমাজবিরোধীরা দিব্যি গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

বহু সমাজবিরোধী অপরাধী এখন

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আমরা নিরাপত্তা চাই

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর)

ক্ষমতাসীন দলগুলির পক্ষপুটে আশ্রয় নিচ্ছে। আধিপত্য ও ক্ষমতা বিস্তারের উদগ্র বাসনায় ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলগুলি এই অপরাধী-দের আশ্রয় দিচ্ছে এবং তাদেরকে দিয়ে নিজেদের কাজ হাসিলের জন্য বহু ক্ষেত্রে তদ্বির করে পুলিশের হাত থেকে তাদের রক্ষা করছে। এই কারণেই থানাতে রাজনৈতিক নেতা ও টাউটদের আনাগোনা ও চাচক্র প্রায়ই চোখে পড়ে।

ক্ষমতাসীন দলগুলির এই দুর্বলতার পূর্ণ সুযোগ পুলিশ বিভাগ নিচ্ছে। এইভাবে ব্যাপক দুর্নীতি প্রশ্রয় পাচ্ছে। অরাজকতা ও নিরাপত্তার অভাব বেড়ে চলেছে।

কিন্তু জনসাধারণের ধৈর্য ও সহনশীলতার একটা সীমা আছে। জনক্রোধ যেদিন ফেটে পড়বে সেদিন মতলববাজ এইসব রাজনৈতিক নেতা ও দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসনের প্রধানরা ভেসে যাবে। ইতিহাসের দেওয়াললিখন তাঁরা যত তাড়াতাড়ি পড়ে নিতে পারেন ততই মঙ্গল।

আফসার হামিদ

সাধারণ মানুষ চাই নিরাপত্তা। সে নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব সরকার, সর্বোপরি পুলিশ বিভাগের। বলতে বাধা নেই, স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন সে দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে ব্যর্থ। তাই আজ লালগোলা ও রঘুনাথগঞ্জ থানা এলাকায় নৈরাজ্য মাথা চাড়া দিয়েছে। ক্রিমিন্যালরা বে-পরোয়া হয়ে উঠেছে। বেড়েছে বাস লুঠ, ছিনতাই এবং ডাকাতি। গভীর রাত্রে নয়, ছিনতাই ও বাস লুঠের ঘটনা ঘটেছে সাঁঝ রাতে এবং ভোরে। কেন এমন ঘটছে, কারা এ সব ঘটাচ্ছে সে সব দেখার দায়-দায়িত্ব পুলিশ অফিসাররা যথাযথভাবে পালন করছেন না। আমাদের ক্ষোভটা এখানেই। সন্ন্যাসী-ডাঙ্গায় একটি বাসকে থামিয়ে সশস্ত্র ডাকাতেরা এক ঘণ্টা ধরে লুটপাট চালিয়েছে। লুটপাট চলাকালীন বা পরমুহূর্তেই রঘুনাথগঞ্জ থানায় খবর দেওয়া হয়েছিল। থানা কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। তখন নাকি থানায় ঠিকমত গাড়ি ও ফোর্স ছিল না। কেন ছিল না এর কৈফিয়ৎ দিতে হবে ওসি অথবা এসপিকে। কারণ পুলিশ বিভাগের প্রধান নিয়ন্ত্রক তাঁরাই। এক পুলিশ অফিসারের মুখে এই ডাকাতির পিছনে সন্দেহজনক কয়েকজনের নামধামও শুনেছি। প্রশ্ন ওঠে, কেন এ পর্যন্ত সন্দেহজনকদের ধরা হয়নি? সংশ্লিষ্ট এলাকার ঘাঁটিগুলো কেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব 'রেড' করা হয়নি? আপনাদের কাগজে পড়েছি, চালভর্তি লরি বেলা ৯টার সময় ছিনতাই করে শহর বেয়ে দফরপুর ঘাট দিয়ে জঙ্গিপুরে পার হয়ে এসেছে। কেন এ পর্যন্ত তারা গ্রেপ্তার হয়নি? আপনারা লিখেছেন, রঘুনাথগঞ্জ থানার অফিসাররা নাকি কৃতিত্ব পুরস্কার পেয়েছেন। এই তাঁদের কৃতিত্বের নমুনা? সোমবার ভোরে পণ্ডিতপুরের কাছে বাস থামিয়ে যে লুটপাট হয়েছে তাতে বোঝা যায় 'গুণ্ডাদের রাম রাজত্বের' নমুনা। এক মহিলা নাকি তাতে মারা গেছেন। আহত হয়েছেন অনেকে। গফুরপুর বরজের বহু মানুষের হাজার হাজার টাকা ও জিনিসপত্র লুঠ হয়েছে। এর পরও বলবেন এখানে পুলিশী প্রশাসন ঠিক-ঠাক আছে?

৪ লাখ টাকা লুঠ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বাসের মধ্যে উঠে বাসের মধ্যেকার তার সংযোগ কেটে আলো নিভিয়ে দেয়। এবং একের পর এক টাকা-পয়সা ও ঘড়ি ছিনিয়ে নিতে থাকে। ডাকাতেরা সবাই আধা হিন্দী আধা বাংলায় কথাবার্তা বলছিল। তাদের হাতে ছিল হাঁসুয়া, দা এবং বড় বড় টর্চ। ছিনিয়ে নেয় যাত্রীদের গায়ের চাদর এবং সোয়েটার-গুলিও। মারধোর করে। পরে সকলকে বাস থেকে নামায়। টর্চের আলোয় তন্ন তন্ন করে বাসটি খুঁজে দেখে। এই সময় হঠাৎ আসা দুটি ট্রাককেও পাথর চালিয়ে ফিরিয়ে দেয়। প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে তাণ্ডব চালাবার পর ডাকাতেরা নাইত বৈদরার রাস্তা দিয়ে হেঁটে পালিয়ে যায়। এই সময় রঘুনাথগঞ্জ থানায় খবর যায়। কিন্তু কোনো অফিসার বা ফোর্স ঘটনাস্থলে যাননি বলে অভিযোগ উঠেছে। খবর পেয়ে এস ডি পি ও নিজে ছুটে গিয়েও বেশী কিছুই করতে পারেননি। বুধবার পর্যন্ত এই ঘটনায় পুলিশ একজনকেও গ্রেপ্তার করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এই ঘটনায় প্রায় লক্ষ টাকার সামগ্রী লুণ্ঠিত হয়েছে। দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটেছে এর ২৪ ঘণ্টা পেরোতে না পেরোতেই লালগোলা থানার পণ্ডিতপুরের কাছে। জঙ্গিপুর থেকে বাসটি ভাগীরথী এক্সপ্রেস ধরার জন্য লালগোলায় যাচ্ছিল। ভোর ৫টা নাগাদ বাসটিকে ১৫-১৬ জন সশস্ত্র ডাকাত বোমা ফাটিয়ে দাঁড় করায়। বাসটিতে ঠাসা যাত্রী ছিল। জনা ১০ ডাকাত বাসের ভিতরে হাঁসুয়া জাতীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ছিনতাই শুরু করে। মিনিট পনের ধরে ডাকাতেরা যাত্রীদের সর্ব্বস্ব লুঠ করে। প্রায় সব যাত্রী-কেই মারধোর করা হয়। জঙ্গিপুর কলেজের অধ্যাপক অনিল চৌধুরীসহ কয়েকজন ডাকাত-দের হাঁসুয়া ও ছুরির আঘাতে রক্তাক্ত হন। ডাকাতেরা মহিলা যাত্রী প্রকাশ সুদের ছেলেকে কোপ মারতে চেষ্টা করলে তিনি আতংকে প্রাণ হারান। নগদ ও সামগ্রী মিলিয়ে প্রায় ৩ লাখ টাকার সামগ্রী লুটে নিয়ে ডাকাত দলটি এক্ষেত্রেও মাঠ ধরে পালিয়ে যায়। লালগোলা থানায় খবর যায় আধ ঘণ্টার মধ্যে। কিন্তু অভিযোগ, ঘটনাস্থলে যেতে পুলিশ অযথা বিলম্ব করে। পরে রঘুনাথগঞ্জে এই লুঠের ঘটনায় ব্যাপক বিক্ষোভ ধর্ম্মঘট ও সোরগোল শুরু হলে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বহরমপুর থেকে লালগোলায় ঘটনাস্থলে ছুটে যান। গ্রেপ্তার হয় ৪ ডাকাত। তাদের কাছে পাওয়া যায় কিছু লুণ্ঠিত মালপত্রও। এরা প্রায় সকলেই রঘুনাথগঞ্জ থানা এলাকার ডাকাত বলে জানা গেছে। পুলিশের কাছে তারা তাদের সঙ্গীদের নামধাম জানিয়েছে বলে একটি বিশেষ সূত্রে খবর মিলেছে। কিছুদিন আগে মোরগ্রামের কাছে বহরমপুর থেকে রঘুনাথগঞ্জ-গামী মিত্র সার্ভিস বাসটিও একইভাবে লুঠ হয় ডাকাতদলের হাতে। সেক্ষেত্রে আহত হন প্রায় ৩০ জন যাত্রী। প্রায় ৫০ হাজার টাকা লুঠ হয়।

পুলিশী নিষ্ক্রিয়তায় বিক্ষোভ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ক্ষুব্ধ হয়ে ডাক দেন হরতালের। খবর পেয়ে একে একে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারাও ছুটে এসে এই হরতাল ও অচলাবস্থা সৃষ্টিকে স্বাগত জানান। মুহূর্তের মধ্যে বন্ধ হয়ে যায় সব দোকানপাঠ, স্কুল, কলেজ। আদালত এবং অফিসগুলিও এদিন অচল হয়ে পড়ে। বন্ধ হয় বাস ও গঙ্গার ফেরী চলাচল। একই অবস্থার সৃষ্টি হয় জঙ্গিপুর শহরেও। নিহত মহিলার মৃতদেহ নিয়ে বিক্ষুব্ধ জনতার একটি শোক মিছিল বের হয়। তারা প্রথমে বিক্ষোভ দেখান এস ডি ও অফিসে। সেখান থেকে রঘুনাথগঞ্জ থানায়। দুপুরে জনতা থানা ঘেরাও করে পুলিশের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখান। পুলিশের পক্ষ থেকে এ্যাডিশনাল এস পি বিকেলে রঘুনাথগঞ্জে আসছেন এ খবর দেওয়া হলে বিক্ষোভ তুলে নেওয়া হয়। উত্তেজনা তুঙ্গে ওঠে বিকেল নাগাদ। সদর-ঘাটে গণকনভেনশনে পুলিশের বিরুদ্ধে সি পি এম, আর এস পি, এস ইউ সি, কংগ্রেস প্রভৃতি রাজনৈতিক দলসহ বিভিন্ন মহল থেকে তীব্র ধিক্কার জানানোর পর যখন কয়েকশো জনতা রঘুনাথগঞ্জ থানায় এসে জমায়েত হন তখন এ্যাডিশনাল এস পি নেতাদের ডেকে আলোচনায় বসেন। থানার বাইরে পুলিশ বিরোধী ধ্বনি ও উত্তেজনা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। অবস্থা যখন বেসামাল তখন এ্যাডিশনাল এস পি উপস্থিত জনতাকে রাত্রির বাসে

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পুরস্কার ২০ হাজার টাকার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

রাক্ষত একটি একাউন্টে ২০ হাজার টাকার একটি তৃতীয় পুরস্কার লেগেছে। ওই একাণ্টের নম্বরটি হল ১০২০০৮৯। বুধবার পর্যান্ত পুরস্কার প্রাপকের ব্যক্তিগত পরিচয় আমরা জানতে পারিনি। অবশ্য স্থানীয় ডাকঘর কর্তৃপক্ষ এখনও সঠিক সংশোধনী খবরটি জানেন না।

পুলিশের পাহারা বসল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হবে। এদিকে ইতিমধ্যেই অভিযোগ এসেছে রঘুনাথগঞ্জ মুরারই সড়কে রাত্রে ডিউটিরত পুলিশেরা বাস ও লরিগুলির কাছ থেকে জবরদস্তি টাকা-পয়সা আদায় শুরু করেছে। এই উটকো ঝামেলার অভিযোগ করেছেন ওই রুটের বাস ও লরির কয়েকজন কর্ম্মচারী।

কেরাণী গ্রেপ্তার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

রেহাই পান। ওই অফিসে দীর্ঘ-দিন ধরেই এসব অরাজকতা চলছে। দু'দুবার চুরিতে অফিসের বহু কাগজ-পত্র ও সামগ্রী খোয়া গেছে। বহরমপুর জেলা অফিসে সব কিছুই জানানো হয়েছে। কিন্তু কিছুই হয় নি। ২০ জানুয়ারীর ঘটনাটির কথাও জেলা যুব আধিকারিককে জানানো হয়েছে।

প্রজাতন্ত্র দিবস

নিজস্ব সংবাদদাতা : রবিবার জঙ্গিপুর মহকুমার সর্বত্র ভারতের ৩৫ তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপিত হয়েছে। সকালে স্থানীয় বন্ধু-সমিতি ক্লাবের পক্ষ থেকে ৭ ও ১ কিমি রাস্তা দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৭ কিমি প্রতিযোগিতায় প্রথম ৫, জনকে পুরস্কৃত করা হয়। এরা হোলেন বিপদকুমার দাস, অনুপ দেব, সনাতন দাস সিরাজুল ইসলাম, প্রদীপ। ছোটদের ১ কিমিতে বিজয়ী ৫ জন হোলেন কিশলয় সেন, তারাশংকর সাহা, অরুণ মণ্ডল, শুভেন্দু দাস এবং সুনীল ভাস্কর

পুলিশী নিষ্ক্রিয়তায় বিক্ষোভ

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

পুলিশ প্রহরার আশ্বাস দিলে জনতা শান্ত হয়। তিনি জানান, বাস লুঠের ঘটনা নিয়ে তদন্তে কোনো রকম গাফিলতি করা হবে না। এর পর পরই শহরের অবস্থা স্বাভাবিক হতে শুরু করে। এ্যাডিশনাল এস পি সন্ধ্যে নাগাদ নিহত মহিলার বাড়ি গিয়ে খোঁজ খবর নেন। আহত অধ্যাপকের বাড়িতেও তিনি যান। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বুধবার বহরমপুরে এস পি বিভিন্ন থানার ওসিকে ডেকে পাঠিয়ে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনায় বসেন। জানা গেছে এস পি দুলাল বিশ্বাস রঘুনাথগঞ্জের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

চক্ষু অপারেশন শিবির

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিকেল ৫ টায় রঘুনাথগঞ্জ ব্লকের শিশুদের মঙ্গলের জন্য নবভারত স্পোর্টিং ক্লাবের পরিচালনায় একটি চিলড্রেন হেলথ হোমের উদ্বোধন করা হয়।

সরকারী বিজ্ঞপ্তি

মুর্শিদাবাদ জেলার সমস্ত প্রাথমিক ও নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রী-দের আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারী, '৮৪ বুধবার গ্রাম পঞ্চায়েৎ ও পৌর-সভাগুলির পক্ষ থেকে প্রতিটি বিদ্যালয়ে গিয়ে সরকারী নিধারিত পাঠ্য বইগুলি বিতরণ করা হবে। ঐ দিন জেলার শহর ও গ্রামাঞ্চলের প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিত থেকে বই নেবার জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হচ্ছে।

ডিষ্ট্রিক্ট ইন্সপেকটর অফ স্কুল (প্রাঃ ইঃ)
মুর্শিদাবাদ

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মুর্শিদাবাদ

বিয়ের যৌতুকে, উপহারে ও নিত্য ব্যবহারের
জন্য সৌখীন ষ্টীল ফার্ণিচার

স্থানীয় জনসাধারণের প্রয়োজন ও পছন্দমত রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাটে এই প্রথম একটি "ষ্টীল" ফার্ণিচারের দোকান খোলা হইয়াছে।

এখানে বিশিষ্ট কোম্পানীর ষ্টীল আলমারী সোফাকাম বেড, ফোল্ডিং খাট, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি ন্যায্য দামে পাবেন।

সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস
রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট) মুর্শিদাবাদ

পানে ও আপ্যায়নে
চা ঘরের চা
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ
ফোন—৩২

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

ফোন : ১১৫
সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর শ্লাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং
লিমিটেড
কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পাণ্ডত প্রেস হইতে
অনুত্তম পাণ্ডত কর্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।